Fisheries Transparency Initiative

TAKING STOCK

বাংলাদেশের মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা তথ্যের অনলাইন স্বচ্ছতার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০২১ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

© ২০২১ ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত

গবেষক: ড. সুব্রত সরকার; সাজিদ সুলায়মান

সমালোচক:ড. আন্দ্রে স্ট্যান্ডিং

ডিজাইন: weeks.de Werbeagentur GmbH

এই 'বাংলাদেশের মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা তথ্যের অনলাইন স্বচ্ছতার :স্টক গ্রহণ' প্রতিবেদনটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০২১) এর জন্য প্রব্লু (PROBLUE), বিশ্বব্যাংক দ্বারা পরিচালিত একটি আম্ব্রেলা ২.০ মাল্টি-ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড দ্বারা অর্থায়িত।

এই প্রতিবেদনে থাকা তথ্যের যথার্থতা যাচাই করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল তথ্য সঠিক বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। তবুও, ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (ফিটিআই) এই প্রতিবেদনের প্রকাশিত তথ্য অন্যদের দ্বারা ব্যবহারের পরিণতির জন্য দায় স্বীকার করতে পারে না এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তদ্ব্যতীত, এই মূল্যায়ন পরিচালনা করার সময় ও বাহিরের তথ্য সংগ্রহের সময় ফিটিআই বাহিরের তথ্যের সত্যতা প্রকাশ বা সম্পূর্ণতা তদন্ত করেনি বা প্রকাশিত তথ্যের

সত্যতা প্রকাশ বা সম্পূর্ণতা তদন্ত করেনি বা প্রকাশিত তথ্যের নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতা সম্পর্কে কোনো রায় দেয়নি।

ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (ফিটিআই) একটি বিশ্বব্যাপী বহু-স্টেকহোল্ডার উদ্যোগ যা প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতাকে শক্তিশালী এবং সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে আরও স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে থাকে। ফিটিআই মৎস্য নীতির উপর জনগনের জ্ঞাত তথ্য ও জনসাধারণযুক্ত বিতর্ক প্রচার করে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এবং ব্যবসার সুবিধারতে একটি স্বাস্থ্যকর সামুদ্রিক জীববৈচিত্রের উপর নির্ভরতাকে প্রচার করে থাকে।

Fisheries Transparency Initiative

www.fiti.global

বাংলাদেশের মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা তথ্যের অনলাইন স্বচ্ছতার :স্টক গ্রহণ

বাংলাদেশের সরকারী কর্তৃপক্ষ দেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাত সংক্রান্ত সরকারি ওয়েবসাইটে যে তথ্য প্রকাশ করে তার মাত্রা মূল্যায়ন করে।

সূচীপত্র

টেকসই মৎস্য চাষে স্বচ্ছতা প্রয়োজন ০৪
এই প্রতিবেদন সম্পর্কে তথ্য ০৭

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য চাষের প্রাসঙ্গিক তথ্য ১০

মূল অনুসন্ধান ১২
- মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতা ১২
- স্বচ্ছতার মর্মার্থ: উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ১৫

মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতার গভীরের কথা ১৭
- অনলাইনে আছে কিনা? ১৯
- হালনাগাদ করা কিনা? ২২
- সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা? ২৪
- 'স্বচ্ছ ব্যাবস্থাপনার অনুশীলন' ২৭

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃপক্ষের জন্য সুপারিশ ২৮

বিশ্বাসযোগ্য স্বচ্ছতার প্রয়োজন ৩১
পরিশিষ্ট: মূল্যায়ন পদ্ধতি ৩২

বাংলাদেশের মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা
তথ্যের অনলাইন স্বচ্ছতার: স্টক গ্রহণ

এই প্রতিবেদনটি এই মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং একটি গভীরতার বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন নিয়ে গঠিত।

উভয় প্রতিবেদন, সেইসাথে পদ্ধতির তথ্য, এখানে পাওয়া যাবে:
www.fiti.global/taking-stock

টেকসই মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা

সহস্রাব্দ ধরে, যারা মাছ ধরার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, খাদ্য, আয় বা বিনোদনের প্রয়োজনে, তাদের এই প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। জলাধারে মাছের উৎস ও ভাণ্ডার প্রকৃতি নিজেই পূরণ করেছে। কিন্তু এখন আর তা নেই। ক্রমশ জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং অতিরিক্ত মাছ ধরার মতো অগণিত প্রভাবের কারনে সমুদ্র ক্রমবর্ধমান হুমকির মধ্যে রয়েছে।

সরকারের তার দেশের নাগরিক ও অধিবাসীদের পক্ষে দেশের সাধারণ সম্পদগুলি, যেমন মৎস্য,পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করার মৌলিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এটি একটি জটিল চ্যালেঞ্জের উদ্রেক করে ঃ যারা বর্তমানে মাছ ধরে এবং মাছের ব্যবসা করে এমন লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবী মানুষের আয়, কর্মসংস্থান, খাদ্য এবং পুষ্টিতে অবদানের প্রয়োজনিয়তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষন নিশ্চিন্ত করার চ্যালেঞ্জ।

টেকসই মৎস্যসম্পদ অর্জনের জন্য সকল পর্যায়ের জনসাধারণের সঠিক তথ্যের সহজলভ্যতা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আজো তেমন অগ্রাধিকার পায়নি। অনেক সরকার তাদের মৎস্য খাতের মৌলিক তথ্য যেমন মৎস্য আইন, মাছ ধরার অনুমতি ও চুক্তি, স্টক অ্যাসেসমেন্ট, আর্থিক অবদান, মাছ ধরার পরিমানের তথ্য এবং ভর্তুকি প্রদানের পরিমান প্রকাশ করে না। উপরন্তু, ব্যাপক উদ্বেগ রয়েছে যে কোম্পানিগুলি ক্রমাগতভাবে মাছ ধরার পরিমানের তথ্য, মাছ ধরার স্থান, অভ্যাস এবং সরকারকে অর্থ প্রদানের সঠিক তথ্য প্রতিবেদন করছে না। ইতিমধ্যেই সকলের জন্য প্রকাশিত ডেটাগুলির বেশিরভাগই অসম্পূর্ণ, পুরানো, যাচাই করা হয়নি বা জনগনের জন্য সহজলভ্য নয় ।

> মৌলিক স্বচ্ছতার অভাবকে বৈশ্বিক মৎস্য খাতের সমস্ত নেতিবাচক দিকগুলির একটি অন্তর্নিহিত মূল-কারন হিসাবে দেখা যেতে পারে – এর মধ্যে বেআইনি, অপ্রতিবেদিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা, মাছ ধরার বহরের অপ্রতুল ক্ষমতা, একই এলাকায় অতিরিক্ত মাছ ধরা, ভুল-নির্দেশিত ভর্তুকি, দুর্নীতি, দুর্বল মৎস্য ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এর অন্যতম কারন।
>
> এটি একটি আরও স্বচ্ছ খাত তখনই হবে যদি এই ধরনের কার্যকলাপগুলি ঘটার সাথে সাথে সেগুলির উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়, যাতে অপরাধীদের গোপনীয়তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কঠিন হয়ে উঠে, এবং এসব ক্ষেত্রে পূর্বের ভুল সংশোধনের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি প্রয়োজন।.
>
> জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) - দ্য স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার 2010

মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বাড়ানো সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছেই এখন আকর্ষণীয় বিষয়, কারন সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের অপরিসীম মূল্য সরাসরি খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনীতি, এবং মাছ ধরার সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত।

> মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা একাধিক সুবিধা প্রদান করে, এবং তাদের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রযোজ্যতা জাতীয় প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

স্বচ্ছতা...

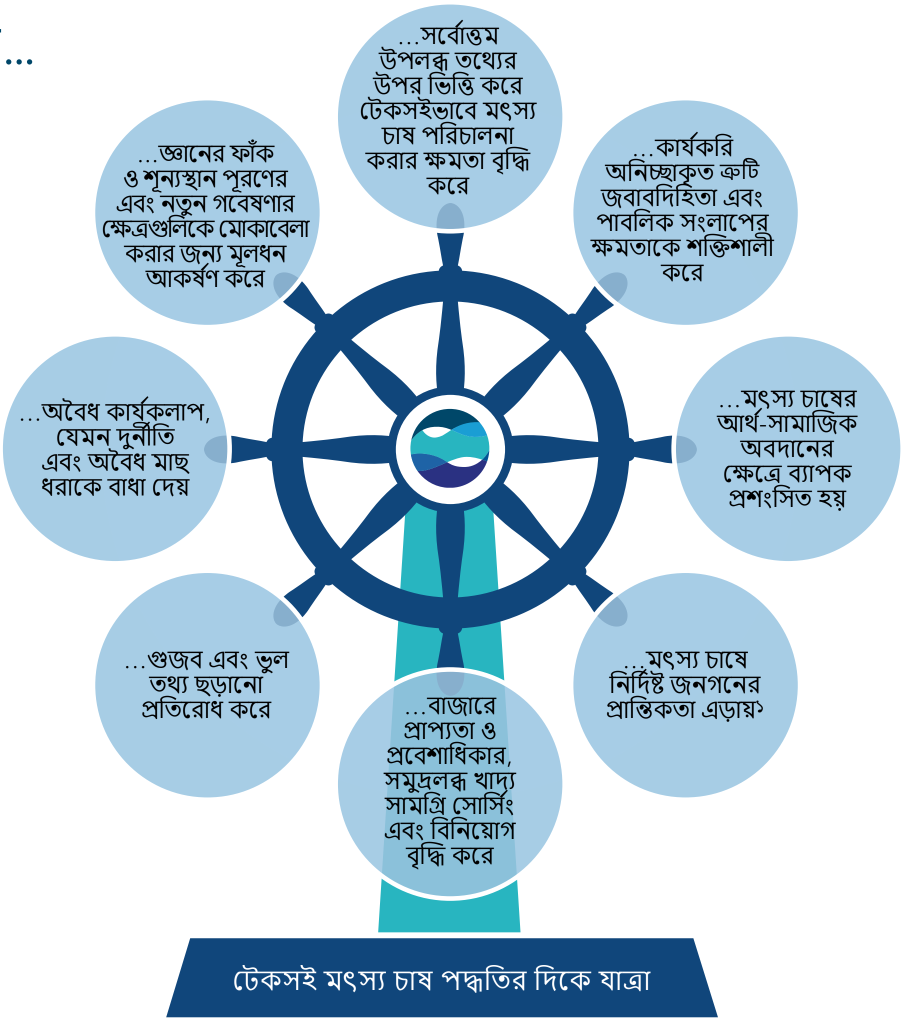

মৎস্য চাষের এই ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রচার করাই ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (ফিটিআই) এর সকল কাজের মধ্যমণি ও মূল লক্ষ্য।

Fisheries Transparency Initiative

১ বিশেষ করে ছোট আকারের এবং নারী মৎস্যজীবী

স্বচ্ছতা স্বেচ্ছাকৃত নয়।
এটি সরকারের কর্তব্য এবং নাগরিকের অধিকার!

একটি দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য জনগনের প্রাপ্যতাযোগ্য, সময়োপযোগী এবং বিশ্বাসযোগ্য হবে, এই বিধান ক্রমবর্ধমানভাবে সরকারের জন্য একটি আইনি প্রয়োজন হয়ে উঠছে, যা তথ্যের স্বাধীনতা আইন থেকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে জড়িত। এই ধরনের আইনগুলি প্রায়শই তিনটি মূল নীতির উপর তত্ত্বাবধানের জন্য বাধ্যতামূলক। ভিত্তি করে তৈরি হয়: ১। জনগণের অংশগ্রহণ, ২। ন্যায়বিচারের প্রাপ্যতা এবং ৩।তথ্যের প্রাপ্যতা। এই নীতিগুলির শেষটি বোঝায় যে জনসাধারণের কাছে শুধুমাত্র সীমিত, সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি থেকে মুক্ত (তাদের দেশের মৎস্য খাতের সংক্রান্ত তথ্য) প্রাপ্ত করা খুব প্রয়োজনীয়।

স্বচ্ছতা অর্জন এবং সরকারি তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি অনেক বছর ধরে বাংলাদেশে সরকার কর্তৃক প্রচারিত একটি নীতি। ২০০৯ সালে, বাংলাদেশ তার নাগরিকদের তথ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য অধিকার আইন[২] এবং জাতীয় আইসিটি নীতি[৩] প্রণয়ন করে। এই আইনটি বাংলাদেশের তথ্য কমিশনের (আইসিবি) নির্দেশনায় বাস্তবায়িত হয়েছে যা সক্রিয়ভাবে এবং নাগরিকদের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন পাবলিক সংস্থায় সঠিক তথ্যের প্রচার তত্ত্বাবধানের

তথ্য অধিকার আইনের অধ্যায় এক অনুযায়ী, প্রতিটি কর্তৃপক্ষ যেকোনো সিদ্ধান্ত, অগ্রগতির বা কার্যকলাপ (প্রস্তাবিত বা সম্পাদিত) বিষয়ে সকল নাগরিকদের কাছে প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য দায়ী।

অধিকন্তু অধ্যায় ২-এ জাতীয় কর্তৃপক্ষের আইনের প্রয়োজনীয়তা ও নিষ্পত্তির বিভিন্ন উপায়ের রূপরেখা বর্ণনা দেয়া আছে।, বার্ষিক প্রতিবেদন (গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের বিবরণ সম্বলিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত প্রতিবেদন) এবং/অথবা জনস্বার্থের বিষয়গুলি হাইলাইট করার জন্য প্রেস রিলিজ এই বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়।

- জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য খাতে প্রচণ্ড গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত (ডিসেম্বর ২০২১) ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (ফিটিআই) এ যোগদান করতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়নি
- বাংলাদেশ ওপেন গভর্নমেন্ট পার্টনারশিপের সদস্য দেশ নয়।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে (এসডিজি) সরকারি তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতার গুরুত্বের ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। এসডিজি -এর লক্ষ্য ১৬.১০ সকল দেশ্গুলকে তথ্যের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এমন আইন বা নীতিগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানায়, যা শুধুমাত্র লক্ষ্য ১৬ অর্জনের জন্যই অপরিহার্য নয়, অন্যান্য এসডিজি অর্জনের জন্য একটি সহায়ক।

২ http://old.moi.gov.bd/RTI/RTI_English.pdf
৩ https://policy.gov.bd/policy/ict-division?lang=en

এই প্রতিবেদন সম্পর্কে তথ্য

বাংলাদেশে এই প্রথম সামুদ্রিক মৎস্য খাতের অনলাইন স্বচ্ছতার মূল্যায়ন করা হলো। এই স্টক গ্রহণের মূল্যায়ন মৎস্য ব্যবস্থাপনার ১২টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র পূরণ করে, যা ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৪]

ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ড একমাত্র আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফ্রেমওয়ার্ক যা মৎস্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন তথ্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ অনলাইনে প্রকাশ করবে তার সংজ্ঞায়ন করে। ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডটি বিশ্বব্যাপী মাল্টি-স্টেকহোল্ডারের প্রচেষ্টায় দুই বছর ধরে তৈরি করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হল জাতীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনা তথ্যের প্রাপ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসইতায় অবদান রাখা।

- #১ মৎস্য আইন, প্রবিধান এবং অফিসিয়াল নিতি-নথিপত্র
- #২ মাছ ধরার মেয়াদের ব্যবস্থা
- #৩ বিদেশী মাছ ধরার প্রাপ্যতা চুক্তি
- #৪ মৎস্য সম্পদের বর্তমান
- #৫ বড় মাপের মৎস্যসম্পদ
- #৬ ছোট মাপের মৎস্যসম্পদ
- #৭ পোস্ট-হার্ভেস্ট সেক্টর এবং মাছের ব্যবসা
- #৮ মৎস্য আইন প্রয়োগকারী
- #৯ শ্রম মানদণ্ড
- #১০ মৎস্য ভর্তুকি
- #১১ দাপ্তরিক উন্নয়ন সহায়তা
- #১২ উপকারী মালিকানা

এই মূল্যায়নের জন্য, এই ১২টি বিষয়ভিত্তিক এলাকাকে মোট ৩৮ টি স্বচ্ছতা উপাদানে বিভক্ত করা হয়েছে।[৫]

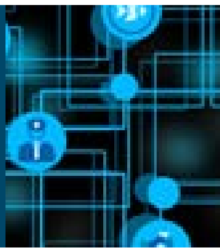

৪ https://www.fiti.global/fiti-standard
৫ এই ৩৮টি স্বচ্ছতার উপাদানগুলির একটি সারসংক্ষেপ 'বিশেষ অনুসন্ধান' বিভাগে পাওয়া যাবে।

এই মূল্যায়নটি বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের মৌলিক তথ্য সরকারী ওয়েবসাইটে অবাধে পাওয়া যায় কিনা, তা হালনাগাদ করা কিনা এবং তা খুঁজে পাওয়া সহজ কিনা তার পরিমাপ মূল্যায়ন করে।[৬]

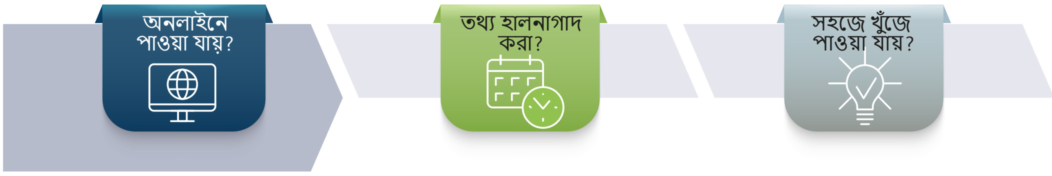

উপরন্তু, এই মূল্যায়ন:

- তথ্য (পুনরায়) ব্যবহার করা সহজ করে তোলে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করে , যেমন ডাউনলোড, অনুসন্ধান এবং ফিল্টার করতে;
- 'ভাল স্বচ্ছতা অনুশীলনের' নথির উদাহরণ, যেখানে প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণে অ-বিশেষজ্ঞদের এটি নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে আসতে দেয়;[৭] এবং
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের তথ্য অনলাইনে উন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক সুপারিশ প্রস্তাব করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকার

এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের সরকার কর্তৃপক্ষকে মৎস্য ব্যবস্থাপনা এবং স্টেকহোল্ডারদের বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে স্বচ্ছতা বাড়াতে ও মৎস্য চাষে আগ্রহ বাড়ানোর সহায়তা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের তথ্য অনলাইনে উন্নয়নের জন্য ব্যবহারিক সুপারিশ প্রস্তাব করে।

৬ মূল্যায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইটে যান https://www.fiti.global/taking-stock/methodology

৭ উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় কর্তৃপক্ষগুলি অনলাইন তথ্য সিস্টেমের মতো তথ্যকে দেখতে সাহায্য করার জন্য ফ্যাক্ট শিট বা নতুন উদ্ভাবনী কৌশলগুলি ব্যবহার করতে পারে।

কোন সরকারী ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত তথ্যকে টেকসই মৎস্য ব্যাবস্থাপনার দিকে উন্নয়নের উদাহরন হিসেবে নেয়া যাবেনা।

মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাব সবসময় ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় না। যেসব সরকারের স্বচ্ছতা নিম্নমানের, তাদের প্রায়শই নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যেনবা, জনসাধারণের যাচাই থেকে বাঁচার জন্য তারা তথ্য গোপন করে থাকে। যাইহোক, যা অস্বচ্ছতা বা গোপনীয় অনুশীলন হিসাবে অনুভূত হতে পারে তা প্রায়শই অন্যান্য কারণের ফল, যেমন মৎস্য খাতের জটিলতা, প্রযুক্তি, দক্ষতা এবং কর্মীদের অভাব, বা আইনি ইস্যু। কিছু সরকারী মন্ত্রনালয় বা জাতীয় সংস্থা, বিশেষ করে জাদের অর্থের অভাব রয়েছে তারা কিছু ক্ষেত্রে স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত, এই উপরোক্ত যুক্তিগুলি যাচাই-বাছাই এড়াতে একটি সুবিধাজনক অজুহাত হিসাবেও ব্যবহার করা হতে পারে।

এই স্টক গ্রহনের মূল্যায়নে নিম্ন-মানের স্বচ্ছতা দুর্নীতি বা ভুল কাজের লক্ষণ হতে পারে না, বরং এই জাতীয় তথ্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষকে বিষয়বস্তু উন্নয়ন করার সুযোগ দিয়ে থাকে। একইভাবে, উচ্চমানের স্বচ্ছতা কর্তৃপক্ষের দৃঢ় প্রকাশ ব্যবস্থাকে দেখিয়ে থাকে, কিন্তু এটি সমগ্র সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কর্মক্ষম এবং বাস্তবায়নমূলক সাফল্যকে প্রতিফলিত করতে পারে না।

সততা এবং সততার মতো নৈতিক আচরণের সরাসরি সূচক হিসাবে স্বচ্ছতাকেও ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

তাই এই প্রতিবেদনটির কাজ এখানেই শেষ নয়। পরিবর্তে, এটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বচ্ছতা কাঠামো - ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ড-এর প্রতিকুলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের সাথে কথোপকথন শুরু করার জন্য বর্তমান অনুশীলনের অংশ মাত্র।

আমাদের প্রচেষ্টা ও প্রয়াশ রইল যে এই স্টক গ্রহন মূল্যায়ন সরকারী মৎস্য ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার বৈশ্বিক নিয়মে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য চাষের প্রাসঙ্গিক তথ্য

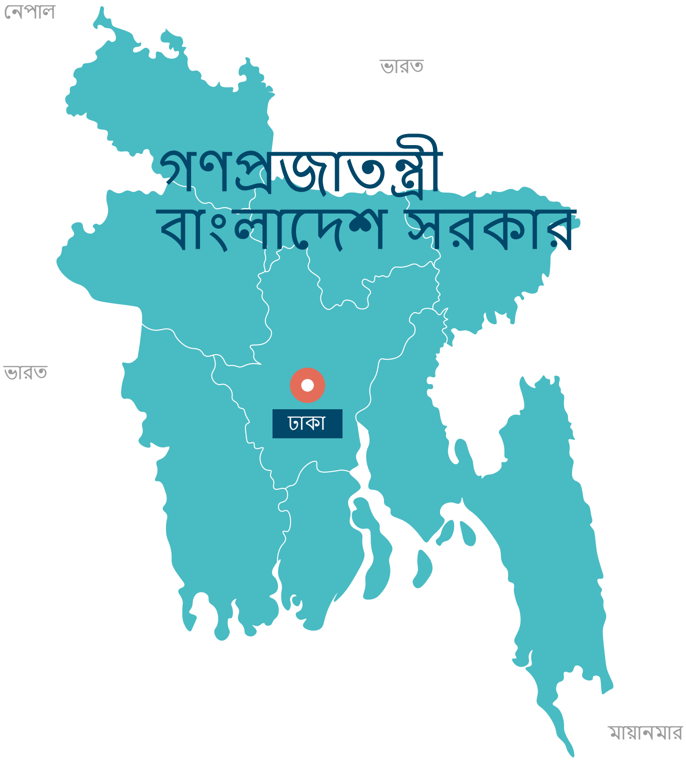

উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য:
৩,৩০৬ কিমি

একচেটিয়া মাছ ধরার অঞ্চল:
৩৯,৮৬৮ বর্গকিমি

সামুদ্রিক সুরক্ষিত এলাকা:[৮]
৪,৯২৬ বর্গকিমি

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন

২০২০ সালে, বাংলাদেশ মৎস্য খাতের শাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সামুদ্রিক মৎস্য আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার মধ্যে বিদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিধান রয়েছে।

অন্যান্য বিধানগুলি লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য মাছ ধরার নৌকা এবং ট্রলারগুলির জন্য বাধ্যতামূলক নিয়মকানুন প্রবর্তন করেছে এবং সর্বোচ্চ লাইসেন্সের মেয়াদ এক বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে৷

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার মাছের মধ্যে ইলিশ অন্যতম। ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ মাছটির প্রজনন আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল, যা সরকারকে ২০০৫ সালে ইলিশ ফিশারি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান (এইচেফেমএপি) প্রতিষ্ঠার জন্য প্ররোচিত করে। পরিকল্পনাটি বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এই প্রজাতির টেকসই মাছ ধরার পাশাপাশি সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে রয়েছে ইলিশ মাছ ধরার উপর বার্ষিক নিষেধাজ্ঞা, যা ধীরে ধীরে হলেও প্রজাতিটিকে পুনরায় পূরণ হতে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ টেকসই উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্প উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের অবদান এবং অর্থনীতি বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস, এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য করা হয়েছে।

৮ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ১৪.৫ এর অধীনে, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্বোত্তম উপলব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে, সকল দেশ (বাংলাদেশ সহ) তাদের উপকূলীয় এবং সামুদ্রিক অঞ্চলগুলির কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ অবধি, বাংলাদেশ দুটি সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা ঘোষণা করেছে, বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের অংশ: 'সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড' যা ১,৭৩৮ বর্গকিমি, এবং ৩,১৮৮ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে নিঝুম দ্বীপ।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় মৎস্য খাত দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভরণপোষণ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাতটি অভ্যন্তরীণ, জলজ-চাষ এবং সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন নিয়ে গঠিত।[৯]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাছ ধরার উৎপাদন

(টন, জীবিত ওজন)

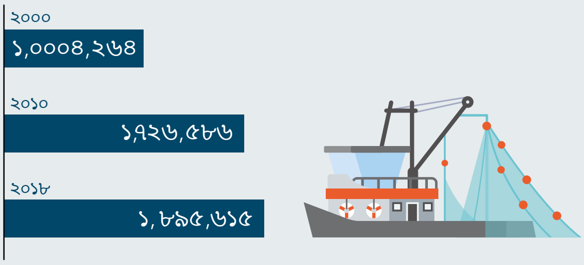

তথ্যসূত্র: এফএও ফিশারী অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার পরিসংখ্যান ২০১৯ (২০২১ সালে প্রকাশিত)
এফএও ফিশারী অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার পরিসংখ্যান ২০০৮ (২০১০ সালে প্রকাশিত)

খাদ্য যোগ্য প্রাপ্ত মাছ

কেজি/মাথাপিছু

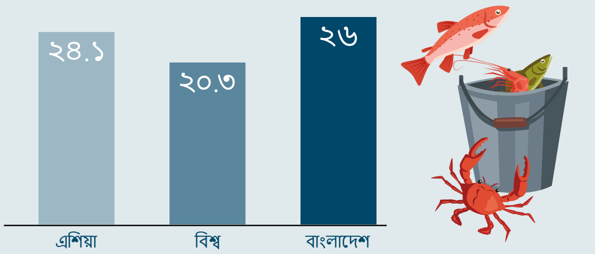

তথ্যসূত্র: এফএও স্টেট অফ ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২০, বাংলাদেশ গ্লোবফিশ মার্কেট প্রোফাইল ২০১৮

জেলেদের সংখ্যা

(আনুমানিক)

তথ্যসূত্র: এফএও ফিশারী অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০১৯ (২০২১ সালে প্রকাশিত)

মাছ ধরার জাহাজের সংখ্যা

(আনুমানিক)

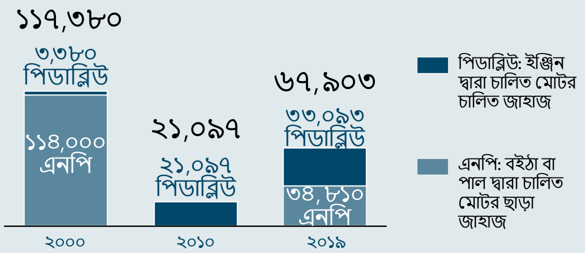

তথ্যসূত্র: এফএও ফিশারী অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০১৯ (২০২১ সালে প্রকাশিত)

শীর্ষ ৫ প্রজাতি

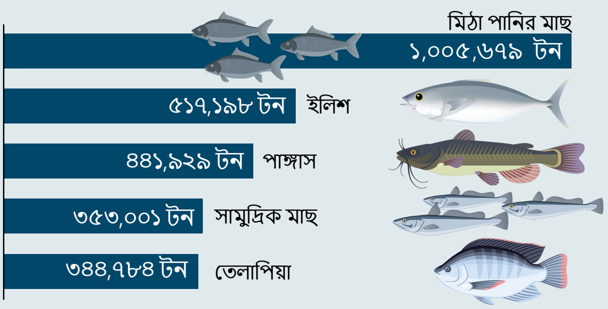

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ গ্লোবফিশ মার্কেট প্রোফাইল ২০১৮ (উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে)

মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৮তম (আনুমানিক) বৃহত্তম মাছ এবং মাছ জাতীয় পণ্য রপ্তানিকারক দেশ

ইউএসডি
৮৬৮,৬৬৭,০০০
[২০১৯]

তথ্যসূত্র: এফএও ফিশারী অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০১৯ (২০২১ সালে প্রকাশিত)

৯ এই তথ্য আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান প্রতিফলিত করে (যেমন জাতিসংঘ, এফএও), যা কিছু ক্ষেত্রে জাতীয় পরিসংখ্যান থেকে ভিন্ন হতে পারে। অধিকন্তু এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অবদান জাতীয় মোট দেশীয় পণ্য (জিডিপি)খাতের উল্লেখ করা হয়নি। যদিও এটি মৎস্য সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য প্রকাশের একটি সাধারণ উপায়, জিডিপি সম্পূর্ণরূপে একটি দেশের সামগ্রিক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত খরচ এবং সুবিধার খাতের বহিঃপ্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়।

মূল অনুসন্ধান

মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যের উপর জনগনের প্রাপ্যতা

! এই মূল্যায়ন দেখায় যে বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ মৎস্য ব্যবস্থাপনা তথ্য অনলাইনে প্রকাশের জন্য কিছু প্রচেষ্টা করে আসছে। তবে এখনো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য রয়েছে যা সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য নয় এবং অনলাইনে যা পাওয়া যায় তার হালনাগাদ ও গুণমানের প্রায়শই উন্নতির প্রয়োজন হয়!

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩২ টির মধ্যে ১৮ টির জন্য প্রযোজ্য স্বচ্ছতার উপাদান বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ অনলাইনে তথ্য প্রকাশ করে ('জনগণের অ্যাক্সেস'), যদিও তার সকল তথ্য একই মানের নয়।

১০টি স্বচ্ছতা উপাদানের জন্য কোন তথ্য প্রকাশিত নেই।

৪টি স্বচ্ছতার উপাদানের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা এখনও কোন তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি।

উপস্থাপিত হয়নি

৪টি স্বচ্ছতা উপাদানের জন্য তথ্য এখনও সংগ্রহ বা সংকলন করা হয়নি।

জনগনের শক্তিশালী অ্যাক্সেস

স্বচ্ছতার উপাদানগুলির মধ্যে ১টির তথ্য অনলাইনে, হালনাগাদ করা এবং সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

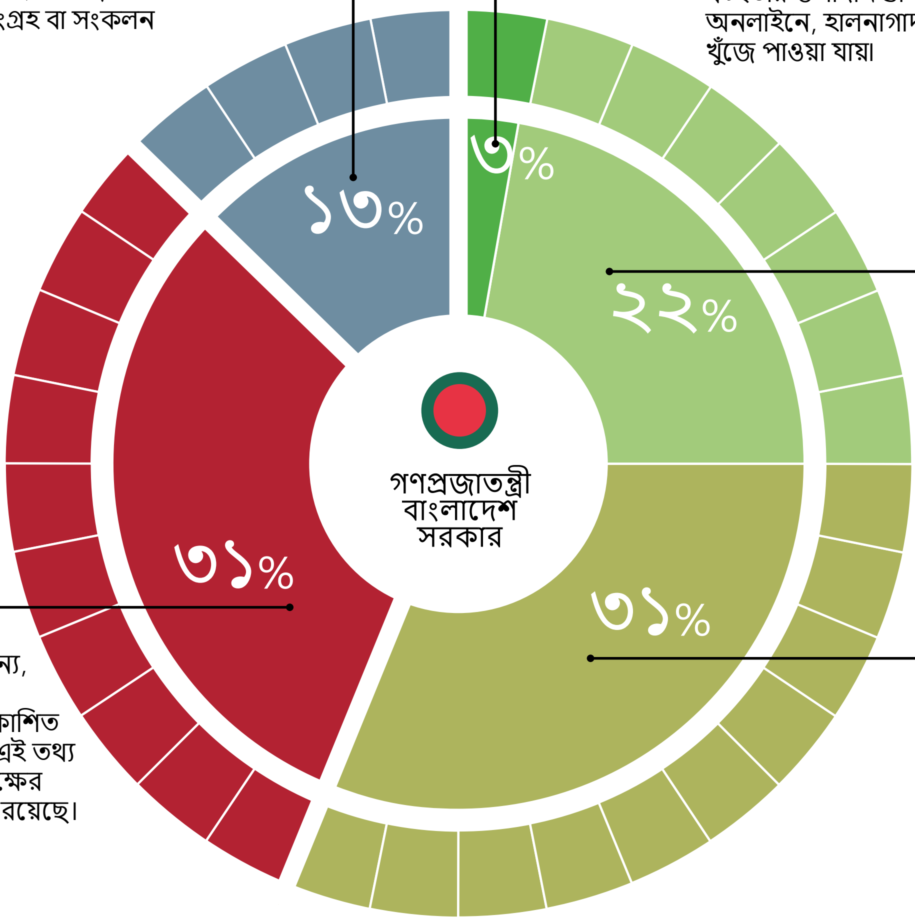

জনগনের মাঝারি অ্যাক্সেস

প্রযোজ্য স্বচ্ছতার উপাদানগুলির মধ্যে ৭টির তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায়, কিন্তু শুধুমাত্র আংশিকভাবে হালনাগাদ করা বা সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

জনগনের কোন অ্যাক্সেস নেই

১০টি স্বচ্ছতার উপাদানের জন্য, কোনও তথ্য অনলাইনে প্রকাশিত হয় না, যদিও এই তথ্য জাতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে উপলব্ধ রয়েছে।

জনগনের দুর্বল অ্যাক্সেস

স্বচ্ছতার উপাদানগুলির মধ্যে ১০টির জন্য শুধুমাত্র অল্পকিছু তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায়, এবং এটি সম্পূর্ণরূপে হালনাগাদ করা নয় এবং খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়।

৩৮টি স্বচ্ছতার উপাদানগুলির মধ্যে ৬টি বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতে প্রযোজ্য নয় বলে বিবেচিত হয় (পরিশিষ্ট দেখুন)।

মূল অনুসন্ধান
মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যের উপর
জনগণের প্রাপ্যতা

বিস্তারিত বিবরণ

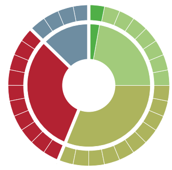

বিস্তারিত বিবরণ	আইডি	স্বচ্ছতা উপাদান	অনলাইনে পাওয়া যায় কিনা?	হালনাগাদ করা?	সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা?	
#১ মৎস্য আইন, প্রবিধান এবং অফিসিয়াল নীতি নথিপত্র	১ - এ	সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আইন	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	১ - বি	মৎস্য নীতি নথিপত্র	সীমিত পরিসরে	না	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	১ - সি	মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা	সীমিত পরিসরে	সীমিত পরিসরে	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
#২ মাছ ধরার মেয়াদ ব্যবস্থা	২ - এ	বাণিজ্যিক মাছ ধরা (শিল্প এবং ছোট আকারের মাছ ধরা)	বৃহৎ পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	২ - বি	উপকূলীয় জীবিকার জন্য মাছ ধরা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	২ - সি	বৈজ্ঞানিক এবং অনুসন্ধানমূলক মাছ ধরা	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	২ - ডি	স্পোর্ট ফিশিং-প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
#৩ বিদেশী মাছ ধরার অ্যাক্সেস চুক্তি	৩ - এ	বাংলাদেশের জলসীমায় বিদেশী পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	৩ - বি	তৃতীয় দেশের জলসীমায় বাংলাদেশের পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
#৪ মৎস্য সম্পদ অবস্থা	৪ - এ	সামুদ্রিক মাছের অবস্থার জাতীয় প্রতিবেদন	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি
	৪ - বি	বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে স্টক মূল্যায়ন	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
#৫ বড় আকারের	৫ - এ	জলযান	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	৫ - বি	অর্থপ্রদান	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
	৫ - সি	বাংলাদেশের জলসিমানার মধ্যে ধরা মাছ	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	৫ - ডি	বাংলাদেশের জলসিমানার বাইরে ধরা মাছ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	৫ - ই	বাংলাদেশের বন্দরে অবতরণ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
	৫-এফ	ট্রান্সশিপমেন্ট এবং বিদেশী বন্দরে অবতরণ	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
	৫ - জি	বাতিল	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
	৫ - জি	মাছ ধরার প্রচেষ্টা	সীমিত পরিসরে	না	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস

সম্পূর্ণ পরিমাণে | বৃহৎ পরিসরে | সীমিত পরিসরে | না | তথ্য উপস্থাপিত হয়নি | প্রযোজ্য নয়

বিস্তারিত বিবরণ

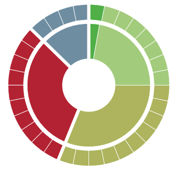

বিস্তারিত বিবরণ	আইডি	স্বচ্ছতা উপাদান	অনলাইনে পাওয়া যায় কিনা?	হালনাগাদ করা?	সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা?	
#৬ ছোট আকারের মাছ চাষের/ধরার স্থান	৬ - এ	জলযান	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	৬ - বি	লাইসেন্স	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	৬ - সি	জেলে/মৎস্যজীবী	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	৬ - ডি	অর্থপ্রদান	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	৬ - ই	মাছ ধরার পরিমান	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের মাঝারি অ্যাক্সেস
	৬ - এফ	বাতিল	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি
#৭ বড় আকারের মাছ চাষের/ধরার স্থান	৭ - এ	আমদানি	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	৭ - বি	রপ্তানি	সীমিত পরিসরে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	না	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	৭ - সি	ব্যবসায়িক মৎস্য খাতে কর্মসংস্থান	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
	৭ - ডি	অনানুষ্ঠানিক মৎস্য খাতে কর্মসংস্থান	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
#৮ মৎস্য আইন প্রণয়ন	৮ - এ	আইন প্রয়োগ	সীমিত পরিসরে	সীমিত পরিসরে	সীমিত পরিসরে	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
	৮ - বি	শাস্তিযোগ্য বড় অপরাধের জন্য নিষেধাজ্ঞা	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
#৯ শ্রম মান	৯ - বি	শ্রম মান প্রয়োগ	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
	৯ - সি	শ্রমের মানের উপর অপরাধযোগ্য নিষেধাজ্ঞা	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
#১০ মৎস্য ভর্তুকি	১০ - এ	মৎস্য খাতে সরকারি আর্থিক স্থানান্তর বা ভর্তুকি	না	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	জনসাধারণের অ্যাক্সেস নেই
#১১ দাপ্তরিক উন্নয়ন সহায়তা	১১ - এ	সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ	সীমিত পরিসরে	সীমিত পরিসরে	সীমিত পরিসরে	জনসাধারণের দুর্বল অ্যাক্সেস
#১২ উপকারী মালিকানার	১২ - এ	লাভজনক মালিকানার জন্য আইনি ভিত্তি	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	সম্পূর্ণ পরিমাণে	জনসাধারণের শক্তিশালী অ্যাক্সেস
	১২ - বি	লাভজনক মালিকানার নিবন্ধিকরন	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি
	১২ - সি	উপকারী মালিকানার তথ্য প্রকাশ	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি	তথ্য উপস্থাপিত হয়নি

সম্পূর্ণ পরিমাণে   বৃহৎ পরিসরে   সীমিত পরিসরে   না   তথ্য উপস্থাপিত হয়নি   প্রযোজ্য নয়

স্বচ্ছতার মর্মার্থ: উল্লেখযোগ্য উদাহরণ

এই স্টক গ্রহন প্রতিবেদনের মূল্য শুধুমাত্র দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত অনলাইনে তথ্যর উপস্থিতির মধ্যে কি ফাঁক রয়েছে তা প্রণয়ন করে না। মৌলিকভাবে দেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উপর কি কি তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায় এবং খুব সহজ ভাবে মৎস্যসম্পদ সেক্টরের টেকসই স্থায়িত্ব সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য এই সংক্রান্ত তথ্যের উপর জনসাধারণের অ্যাক্সেস গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য ব্যবস্থাপনার জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সবসময় সহজ কাজ নয়। মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করে সরকার তাদের নাগরিক এবং ব্যবসায়িদেরকে জনসাধারণযুক্ত বিতর্কে জড়িত হওয়ার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ও উপায় সরবরাহ করে।

বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে, যা জনগণকে এই সেক্টরের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল:

✓	বাংলাদেশের মৎস্য খাত কীভাবে পরিচালিত হয়?	মৎস্য অধিদপ্তর তার মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টার অ্যাক্সেসযোগ্য বার্ষিক প্রতিবেদন সরবরাহ করে, যার মধ্যে বাংলাদেশের নীতিগত উন্নয়ন এবং আইনী পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ হালনাগাদ তথ্যের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
✓	বাংলাদেশের জলসীমায় কারা মাছ ধরছে?	বাংলাদেশের মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস (এমএমও) যা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি বিভাগ, দ্বারা বড় আকারের মাছ ধরার জাহাজের জন্য জারি করা লাইসেন্স দেখানো জাহাজের একটি তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, । এই তালিকা নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ করা হয়।
✓	বাংলাদেশের জলসীমায় কত মাছ ধরা পড়ে?	বাংলাদেশের জলসীমার মধ্যে মাছ ধরার (বড় আকারের পাশাপাশি ছোট আকারের মৎস্যজীবীদের), তথ্য অনলাইনে প্রকাশিত হয়, যেমন ফিশারিজের জন্য পরিসংখ্যান ইয়ারবুকে, মাছের প্রজাতির গোষ্ঠী এবং মাছ ধরার যন্ত্রপাতির বিচ্ছিন্ন তথ্য প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের মৎস্য খাতের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কোনো তথ্যই নেই, কারণ এখনও কিছুই সংগ্রহ বা সংকলিত হয়নি। এটি টেকসইভাবে মৎস্য ব্যবস্থাপনার সরকারের ক্ষমতা, সেইসাথে স্টেকহোল্ডারদের তাদের মৎস্য খাতকে আরও ভালভাবে বোঝার ক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে বাধা দেয়। তবে, এটা স্বীকৃত যে এটি হতে পারে কারণ বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বিষয়কে অগ্রাধিকার মনে করছে বা তাদের কাছে প্রয়োজনিয় প্রযুক্তিগত, আর্থিক বা মানবসম্পদ নেই।[১০]

⊘	বাংলাদেশের মাছের সংভারের কি হাল?	অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তায় এবং বিপুল সংখ্যক লোক কর্মসংস্থানের জন্য সামুদ্রিক মাছের উপর নির্ভরশীল থাকলেও বাংলাদেশ সরকার সামুদ্রিক মাছের জীববৈচিত্রর স্বাস্থ্যের উপর কোন নিয়মিত প্রতিবেদন করে না।
⊘	বাংলাদেশের মৎস্য সেক্টরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক?	বাংলাদেশের মৎস্য ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত তদারকি এবং অংশগ্রহণের জন্য কোন সুস্পষ্ট সরকারী পদ্ধতি নেই, যার ফলে সংসদ, হাইকোর্ট এবং নাগরিকদের ভূমিকা সম্বোধন করতে ব্যর্থ হয় এই সেক্টরের অংশগ্রহণমূলক শাসনে নিযুক্ত ফোরাম।
⊘	বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ থেকে কারা উপকৃত হয়?	বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ উপকারী মালিকানা অন্তর্ভুক্ত করণের জন্য নিবেদিত নিয়ম নিতি এবং পদ্ধতির কাজ করছে কিনা তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, যা অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তরগুলোতে এই উপকারী মালিকানার অন্তর্ভুক্ত করা উপভোগকারী মালিকদের একটি একত্রিত রেজিস্টার থাকবে যাতে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের মালিকদের তথ্য থাকবে।

১০ টি দেশ যারা ফিটিআই বাস্তবায়ন করে তারা 'প্রগতিশীল উন্নতি' এর মূল নীতি অনুসরণ করে, যাতে বলা আছে, দেশগুলোর কাছ থেকে প্রতিটি স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার জন্য সম্পূর্ণ তথ্য প্রথম থেকে পাওয়া সম্ভব না। বরং পরিবর্তে, সরকারী কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই তাদের কাছে থাকা তথ্য প্রকাশ করতে হবে এবং যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ফাঁক রয়েছে, সময়ের সাথে সাথে তার উন্নতির প্রদর্শন ও

যাইহোক, বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ বর্তমানে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করে না, যদিও জাতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এর তথ্য রয়েছে এর প্রচুর প্রমান আছে, যেমন:[১১]

✗	কারা বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ সেক্টরে কাজ করছেন এবং কি অবস্থায় কাজ করেন ?	অনলাইনে প্রকাশিত কোনো সরকারি তথ্য নেই যা মৎস্য খাতে কর্মসংস্থানের উপর (আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক) একটি অনুমান প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে ছোট আকারের মৎস্য চাষ, সামুদ্রিক ফসল এবং মাছ ধরার পরবর্তী উপ-খাত। অফিসিয়াল পরিসংখ্যানগুলিও প্রায়শই লিঙ্গ দ্বারা আলাদা করা হয় না, যার ফলে এই সেক্টরে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদাণের মূল্যায়ন ব্যর্থ হয়। উপরন্তু বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতে শ্রমের মান কার্যকর করার জন্য জাতীয় কৌশল এবং কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায় না।
✗	বাংলাদেশ সরকার কিভাবে মৎস্য খাতে সমর্থন প্রদান করছে?	বাংলাদেশ সরকার তার সামুদ্রিক মৎস্য খাতে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভর্তুকি প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে জ্বালানিতে মূল্য সংযোজন কর ছাড়, অথবা অস্থায়ী মৎস্য চাষ বন্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে কারিগর মৎস্যজীবীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি করে থাকে। তবে অনলাইনে এ ধরনের কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় না।
✗	মাছ ধরার লাইসেন্স প্রদান করে বাংলাদেশ কত আয় করে?	বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরার জন্য বড় আকারের জাহাজের অনুমোদন থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের তথ্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেনি, যদিও দেশের ২০২০ সালের সামুদ্রিক মৎস্য আইনের অধীনে এই ধরনের অর্থ প্রদানের আবশ্যকতা উল্লেখ করা রয়েছে।

১১ এটা সম্ভব যে এই তথ্যটি জাতীয় কর্তৃপক্ষ অনলাইনে প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই মূল্যায়ন এটি সনাক্ত করতে পারেনি, প্রধানত সরকারী ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনুসন্ধানের এটি একটি চ্যালেঞ্জ।

মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যে জনসাধারণের প্রাপ্যতার গভীরের কথা

অনলাইনে পাওয়া যায় কিনা?

অনলাইনে পাওয়া যায়?

বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ২৮টি প্রযোজ্য স্বচ্ছতার উপাদানগুলির মধ্যে ১৮টির জন্য তথ্য প্রকাশ করে (যেমন 'পাবলিক অ্যাক্সেস')। এই ১৮টি উপাদান গুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সরকার অনলাইনে প্রকাশিত তথ্যের এক চতুর্থাংশ(২৮%) সম্পূর্ণরূপে ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।[১২]

স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তথ্য কি অনলাইনে পাওয়া যায়?

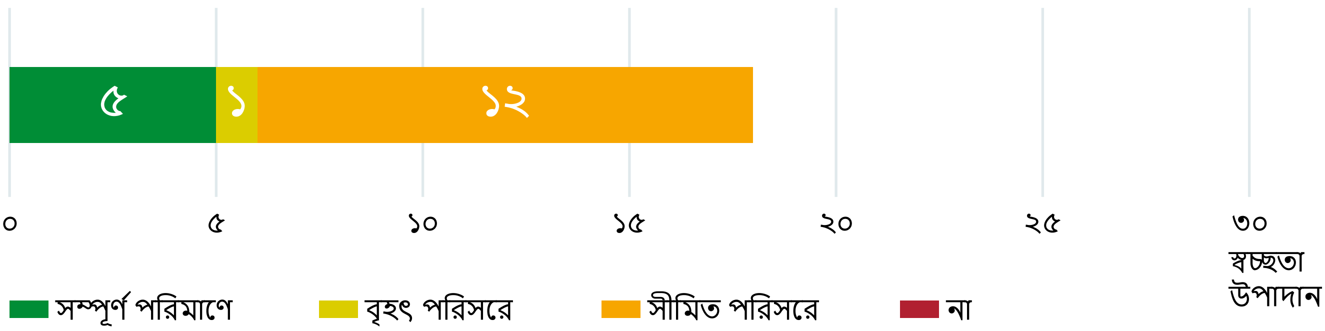

বাংলাদেশের মৎস্য অধিদপ্তর (ডিওএফ) সক্রিয়ভাবে অনলাইনে অনেক ফ্ল্যাগশিপ নথি প্রকাশ করে থাকে। এই নথিগুলির মধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি ও ফিশারিজ পরিসংখ্যানের ইয়ারবুক অন্তর্ভুক্ত, এই প্রতিবেদন গুলোতে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশদ পরিমাণে রয়েছে, যা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের বিভিন্ন দিকগুলির বিস্তৃত পরিসরের উপর আলোকপাত করে।

উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় আইন প্রয়োগের একটি ওভারভিউ কার্যক্রম এবং কৌশল এবং সরকারী খাতের উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য মৎস্য খাত ডিওএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়; এই প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানের বার্ষিক বই, জাহাজ সংখ্যা, মৎস্য বহর এবং কারিগরি সামুদ্রিক বার্ষিক ক্যাচ উপর দানাদার তথ্য প্রদান করা হয়।

এই ধরনের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য সংরক্ষিত রাখাকে ও লালন-পালনের জন্য এই সেক্টর জুড়ে স্বচ্ছতাকে একটি কার্যকর অনুঘটক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রকাশনার কাজ বিলম্বে ভুগছে (পরবর্তী অধ্যায় 'আপ টু ডেট' দেখুন)।

১২ মোট ৩৮টি স্বচ্ছতার উপাদান থেকে, এই মূল্যায়নটিতে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতে ছয়টি 'প্রযোজ্য নয়' হিসাবে বিবেচনা করে, যেখানে অন্য চারটি উপাদানকে 'উৎপাদিত নয়' হিসাবে বিবেচনা করা হয় (অর্থাৎ সরকার এই উপাদানগুলির অধীনে অনুরোধ করা তথ্য সংকলন বা সংগ্রহ করেনি।)

একটি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) বিশেষভাবে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের তথ্যর উপর ফোকাস করে জনসাধারণের অ্যাক্সেসের প্রচারের আরেকটি দরকারী অনলাইন টুলের প্রতিনিধিত্ব করে। এমআইএস-এ লগইন করার জন্য ব্যবহারকারীদের একটি ব্যবহারকারী নাম এবং পাসওয়ার্ড প্রয়োজন - উভয়ই বর্তমানে এর ওয়েবপেজে রয়েছে – তাই এখন সিস্টেমটিতে সকলের জন্য অ্যাক্সেস উন্মুক্ত। এমআইএস এর মাধ্যমে উপলব্ধ তথ্যের একটি ডাটাবেসে বাংলাদেশের একটি মানচিত্রে নিবন্ধিত মৎস্যজীবীদের অন্তর্ভুক্তি পাশাপাশি বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরা সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শিত হয় । তথ্যের ফাঁকগুলি নির্দেশ করে যে এমআইএস এখনও নির্মাণাধীন রয়েছে, তবুও এই অনলাইন সিস্টেম বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য চাষে স্বচ্ছতা উন্নতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে, এমআইএস একবার সম্পন্ন হলে এই সম্ভাবনা কমিয়ে দেওয়া হতে পারে যদি ব্যবহারকারীর অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করে, উদাহরণস্বরূপ একটি পে-ওয়ালের মাধ্যমে।

অন্যদিকে, বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনলাইনে প্রকাশিত তথ্য ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না।

একইভাবে, ডিওএফ এর বার্ষিক প্রতিবেদন (পাশাপাশি অন্যান্য উৎস থেকে প্রকাশনা) এবং ডিওএফ দ্বারা প্রকাশিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি নথি অনলাইনে প্রকাশিত হয় না, যেমন:

- ২০১৮ সালের জাতীয় মৎস্য নীতি
- হাঙরের জন্য জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা;
- বৃহৎ সামুদ্রিক ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা;

অধিকন্তু, ডিওএফ অনলাইনে যে পলিসি ডকুমেন্ট প্রকাশ করে তার কোনোটিই সাথে ব্যাখ্যামূলক পাঠ্য নেই, যার ফলে এই একে অপরের সাথে নথিগুলি কীভাবে সম্পর্কিত তা বোঝা চ্যালেঞ্জিং।.

বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরার জন্য অনুমোদিত বড় আকারের (শিল্প) জাহাজগুলির একটি অনলাইন তালিকা প্রকাশিত তথ্যের আরেকটি ক্ষেত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে যা ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডের প্রাথমিক তথ্যের প্রয়োজনীয়তা থেকে কম। যদিও এই তালিকার অনলাইন উপস্থিতি বাংলাদেশের মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস (এমএমও) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বাংলাদেশের জলে মাছ ধরার অনুমতিপ্রাপ্ত জাহাজ ও ব্যক্তির তথ্য জনসাধারণের বোঝার সুবিধা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডে এই তালিকায় জাহাজের বিশদ বৈশিষ্ট্যগুলির বেশিরভাগই অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, জাহাজের মালিকানার তথ্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু জাহাজের জন্য উপলব্ধ ও উপস্থিত, যদিও বাংলাদেশের মেরিন ফিশারিজ অ্যাক্ট ২০২০এ শর্ত দেওয়া হয়েছে যে লাইসেন্সের আবেদনে অবশ্যই জাহাজের মালিকের প্রমাণ থাকতে হবে।

একইভাবে, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধানমূলক মাছ ধরার পরিমাণ সম্পর্কে পাবলিক ডোমেনে তথ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি রয়েছে, যদিও ২০২০ সালে তথাকথিত 'ট্রায়াল ট্রিপ'-এর জন্য এই ধরনের ৩৯টি লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, সামুদ্রিক মৎস্য আইন – বাংলাদেশে মেয়াদের ব্যবস্থার জন্য আইনের প্রধান অংশ - বৈজ্ঞানিক এবং অনুসন্ধানমূলক মাছ ধরার লাইসেন্স প্রদানের জন্য ফি নেওয়া হয় কিনা তা উল্লেখ করে না। আইনত লাইসেন্স ইস্যু করার অধিকারী কর্তৃপক্ষ/ব্যক্তিদের সাথে সাথে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক প্রশাসনিক পদ্ধতির ব্যাপারেও অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

এদিকে মৎস্য-সম্পর্কিত সরকারী ওয়েবসাইটে সামুদ্রিক মাছের মজুদ ও মূল্যায়নের ওপর কোন তথ্য প্রকাশ করা হয় না যদিও ডিওএফ-এর ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ইউএন-এফএও "বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের স্টক অ্যাসেসমেন্টের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা' শিরোনামের একটি প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে তার উল্লেখ রয়েছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু বিবৃতি দিয়েছে যা সামুদ্রিক মাছের পরিমান, মাছের প্রজাতি হ্রাসের ও সামুদ্রিক মাছের বাসস্থানের (অপরিকল্পিত মাছ ধরা, দূষণ এবং বাসস্থান পরিবর্তনের সংমিশ্রণ) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য সমস্যাকে স্বীকৃতি দেয়। এই সকল তথ্য সকলের কাছে পৌঁছান এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [১৩]

মাছ এবং মাছের পণ্যের উপর প্রকাশিত বাণিজ্য পরিসংখ্যানগুলি সাধারণ বিভাগের মধ্যে পড়ে, যা সামুদ্রিক মাছের পণ্যগুলির আমদানি এবং রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত এবং সেইসাথে সমুদ্রের বিপরীতে খামার থেকে প্রাপ্ত মাছের পণ্যগুলির সাথে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগুলি অ্যাক্সেস করা অসম্ভব করে তোলে।

অতিরিক্তভাবে, যখন ডিওএফ-এর ফিশারিজ পরিসংখ্যানের ইয়ারবুক বাংলাদেশের বৃহৎ আকারের (শিল্প) মৎস্য খাতের গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ ডেটা কভার করে, তখন ধরা পড়া সমস্ত মাছের প্রায় ৭৫% 'অন্যান্য'-এর অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট মাছের প্রজাতির তথ্যের এত বড় অনুপাতের সাথে, এর তথ্যের মান মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

১৩ এই স্টক গ্রহণ মূল্যায়ন প্রমান করে যে নির্দিষ্ট কিছু একাডেমিক জার্নাল বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের প্রজাতির স্টক মূল্যায়নের তথ্য প্রকাশ করে। এই তথ্য সরকার দ্বারা সংগৃহীত বা কারিগরি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের প্রাথমিক গবেষণার ডেটা থেকে প্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ, এই সকল প্রতিবেদনের মধ্য রয়েছে বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন সমূহ (বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট দ্বারা পরিচালিত একটি পিয়ার-রিভিউ জার্নাল)। এই সমস্ত নিবন্ধ ও প্রতিবেদন গুলি অত্যন্ত প্রযুক্তিগত বলে বিবেচিত হয় এবং ফলস্বরূপ জনসাধারনের পক্ষে সহজে সনাক্ত করা, বুঝা, এবং ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে দাড়ায়।

তথ্য হালনাগাদ করা কিনা?

তথ্য হালনাগাদ করা?

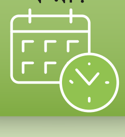

অনলাইনে প্রকাশিত তথ্য ১৮টি স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তার (বা ৬৭%) ১২টির জন্য সম্পূর্ণ হালনাগাদ করা বলে মনে করা হয়।

মাছ একটি পুনঃনবায়নযোগ্য সম্পদ যা টেকসইভাবে পরিচালিত হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সহজপ্রাপ্য ও উপকারি সম্পদ থাকবে। যারা মৎস্য চাষে সিদ্ধান্ত প্রদান করে, তাদের জন্য দ্রুত ও সহজে সাম্প্রতিক তথ্যের অ্যাক্সেস পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হালনাগাদ করা তথ্যের গুরুত্ব একটি সময় সংবেদনশীল ক্ষেত্র, এতে অবহিত থাকলে আরও বড় মাত্রা ক্যাচ ডেটা বা বৈজ্ঞানিক স্টক মূল্যায়নের মতো সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্তগুলি সহজে নেয়া যায়।

প্রকাশিত তথ্য কি হালনাগাদ করা ও সময়োপযোগী পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়?

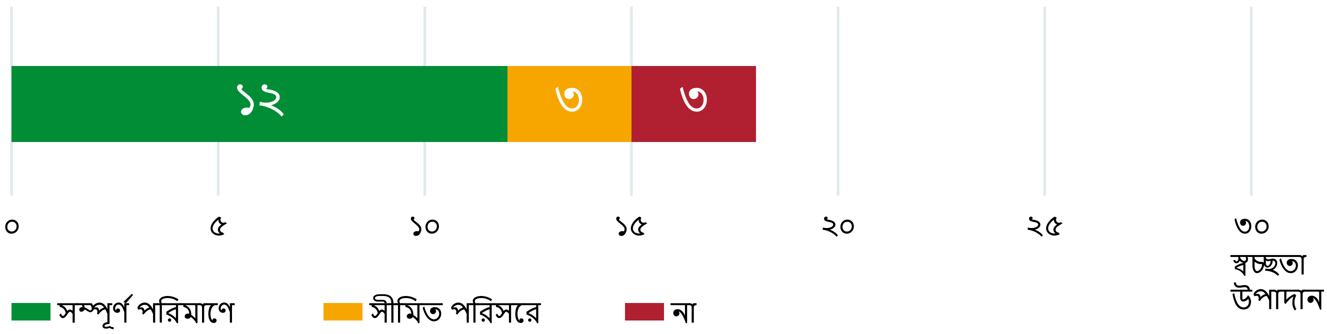

বাংলাদেশ বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রকাশনার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ চিহ্নিত করা হয়েছে যেখানে হালনাগাদ করা তথ্য প্রকাশ করে থাকে, যেমন বড় মাপের/শিল্প জাহাজের মাছ ধরার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার তালিকা অনুমোদন। এই তালিকাটি বাংলাদেশের মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস (এমএমও) দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় (শেষ হালনাগাদ জুন ২০২১)।

আমদানি ও রপ্তানির বিষয়ে অনলাইনে পাওয়া সরকারি তথ্য ও হালনাগাদ করা হিসেবে ধরা হয় (যদিও তথ্য অত্যন্ত সমষ্টিগত করা)।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে যে, মৎস্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি অনলাইনে প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ডিওএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদনের সর্বশেষ সংস্করণ – মৎস্য চাষের জন্য জাতীয় কৌশল এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ২০১৮ সাল পর্যন্ত তথ্য প্রদান করে, এবং তা শুধুমাত্র ২০২০ এর জুলাই এ তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত করা হয়েছিল।

একইভাবে, ডিওএফ এর মৎস্য পরিসংখ্যানের বার্ষিক ইয়ারবুক প্রকাশে বিলম্ব হয়। এই ধরনের তথ্য প্রাপ্তির বিলম্ব টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনাকে সমর্থন করার জন্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে সীমিত করে। এটা স্বীকৃত যে ডেটা প্রকাশে কিছু বিলম্ব সম্ভবত কোভিড-১৯ মহামারী কারণজনিত, এবং ঐতিহাসিক রেকর্ড দেখায় যে বাংলাদেশী কর্তৃপক্ষ সাধারণত আরো সময়নিষ্ঠ ভিত্তিতে তথ্য প্রকাশ করে আসছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমূহ সরকারী প্রতিবেদন প্রকাশের বিলম্বের কারন হিসেবে এই মূল্যায়নে ধরে নেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ সরকারের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের সময়োপযোগী তথ্য আদান-প্রদানে আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রতি বছর সরকার ইন্ডিয়ান ওশেন টুনা কমিশনের (আইওটিসি) জন্য বাংলাদেশের বাণিজ্যিক মৎস্যসম্পদ সংক্রান্ত বিশদ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে। এই সকল তথ্য আইওটিসি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হলেও ডিওএফ তাদের নিজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে না, ফলাফল স্বরূপ বাংলাদেশের নাগরিকগন এই তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রতিবেদন মান সম্মত নয় বলে ধরা হয় এ কারন প্রতিবেদনে ব্যবহৃত শব্দগুলি বেশ কয়েক বছর ধরে ঠিক একই রকম রয়েছে (কয়েক বছর ধরে মূল প্রতিবেদন থেকে 'কপি এবং পেস্ট' করা হচ্ছে) ।

বাংলাদেশের ছোট আকারের সেক্টরে মাছ ধরার জাহাজের সংখ্যা পুরানো তথ্যের আরেকটি উদাহরণ হিসাবে দাঁড়িয়েছে, ২০১৫-১৬ সালের মাছ ধরার মৌসুমের মতো একই পরিসংখ্যান আজ উপস্থাপিত হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে ২০১৫ সাল থেকে সরকারি তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি।

সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (যেমন শিল্প মৎস্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা) হালনাগাদ করা কিনা তাও স্পষ্ট নয়, কারণ পরিকল্পনাগুলি শুধুমাত্র অনলাইনে তাদের খসড়া ফর্মগুলিতে পাওয়া গিয়েছে।

সহজে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা?

সহজে খুঁজে পাওয়া যায়?

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনলাইনে প্রকাশিত তথ্য সাধারণত সনাক্ত করা কঠিন, কারণ ১৮টি স্বচ্ছতার উপাদানের মধ্যে মাত্র ৪টির তথ্য (বা ২২%) একজন সাধারণ ব্যক্তির জন্য সহজেই পাওয়া যায় বলে ধারনা করা হয়।[১৪]

দেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব সরকারের – এবং জনগনকে তাদের বর্তমান অবস্থা, সুযোগ এবং সেক্টরের মুখোমুখি চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে অবহিত করাও সরকারের দায়িত্ব। এই ডিজিটাল যুগে, ওয়েবসাইটগুলি এই ধরনের তথ্য জানানোর অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। যাইহোক, ওয়েবসাইটগুলি আপাতত নিষ্ক্রিয় যোগাযোগের চ্যানেল, এবং স্টেকহোল্ডারদের ইচ্ছাকৃতভাবে সাইটটি দেখতে হবে, পছন্দসই বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করতে হবে এবং তথ্য খোঁজার জন্য নেভিগেট করতে হবে। এটি কঠিন বা সময়সাপেক্ষ হলে, স্টেকহোল্ডাররা আগ্রহ হারাতে পারে ফলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অপঠিত এবং অব্যবহৃত রয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। ।

প্রকাশিত তথ্য কি একটি অ-বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে সরকারি ওয়েবসাইটে পাওয়া সহজ?

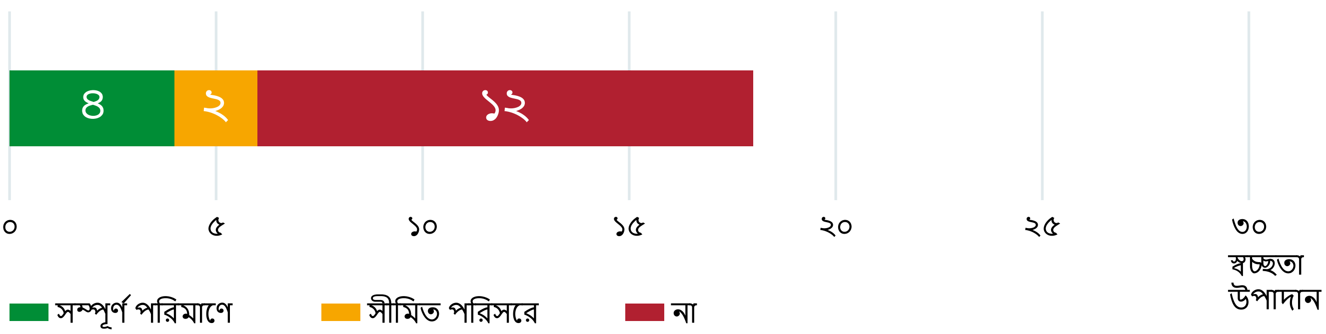

বাংলাদেশ সরকার স্বচ্ছতা এবং উন্মুক্ত সরকারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই অবস্থান একাধিক নীতি নথি এবং আইনের অংশগুলির মাধ্যমে সংযোগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল বাংলাদেশ ২০২১ প্রোগ্রাম (যা ২০০৯ সালে চালু হয়েছে), যা গণতন্ত্রকে উন্নত করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে জোরদার করার জন্য দেশের তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামোকে রূপান্তর করার উদ্দেশ্যগুলিকে রূপরেখা দেয়। এই প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নের পথটি ২০০৯ সালের জাতীয় আইসিটি নীতিতে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা এই মূল্যায়নের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং অনলাইনে সরকারি তথ্যের প্রাপ্যতা এবং অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয়।

১৪ এই মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করেছে, মৎস্য চাষের পটভূমি জ্ঞান সম্পন্ন স্টেকহোল্ডারদের পরিবর্তে একজন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাত সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পাওয়া কতটা সহজ বা কঠিন এবং সেইজন্য তাদের তথ্য সনাক্ত করার ক্ষমতায় একটি অনন্য সুবিধা রয়েছে।

২০১৪ সালে, সরকার জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) নীতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে, সরকারি তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় পোর্টাল (http://www.bangladesh.gov.bd) প্রতিষ্ঠা করে। সমস্ত সরকারী মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে পুরানো ওয়েবসাইট থেকে তথ্য এই নতুন নিবেদিত পোর্টালে স্থানান্তর করে।[১৫]

বাংলাদেশ সরকার কেন্দ্রীভূত ভাবে তথ্য একত্রিত করার উপর যে গুরুত্ব দিয়েছে, ফলে এই পোর্টালটি মৎস্য-সম্পর্কিত তথ্য খোঁজার জন্য প্রধান কেন্দ্র হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এই মূল্যায়নটি মৎস্যসম্পদ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট তথ্য সনাক্ত করতে পোর্টাল ব্যবহার করার সময় বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল [১৬]

- সরকারের কেন্দ্রীয় পোর্টালের মূল পৃষ্ঠাটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (এমওএফএল) এবং মৎস্য বিভাগ (ডিওএফ) ওয়েবসাইটগুলির লিঙ্ক প্রদান করে। উভয়েরই নিজস্ব ওয়েবপেজ রয়েছে এবং তাই সরকারি তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে কোনটি বিবেচনা করা উচিত তা স্পষ্ট নয় এর মধ্যে প্রতিটি ওয়েবপেজ দ্বারা প্রদত্ত তথ্যর উল্লেখযোগ্য ওভারল্যাপ দেখা যায়, কিন্তু বিভ্রান্তিকরভাবে সেখানেও তথ্যর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উভয়ই একটি স্বতন্ত্র পৃষ্ঠাতে মৎস্য আইন, বিধি এবং নীতির তথ্য সংকলন করে, তবে এমওএফএল পৃষ্ঠায় মৎস্য সংক্রান্ত নথিগুলির লিঙ্কের যে তালিকা রয়েছে তা ডিওএফ এর পৃষ্ঠায় সমতুল্য বা একই তথ্য প্রদর্শিত করে না।
- উভয় এমওএফএল এবং ডিওএফ ওয়েবসাইটগুলিতে অসংখ্য পৃষ্ঠা রয়েছে যার লিঙ্কগুলি সমন্বিত বা কাজ করে না, অথবা ওয়েবসাইটগুলির লিঙ্ক আর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এছাড়াও, দুটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য প্রায়ই অসম্পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, এর ডিওএফ ওয়েবপেজ এর সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (মেরিন ফিশারিজ সার্ভে ম্যানেজমেন্ট ইউনিট) – মাছের জনসংখ্যার উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য ব্যবস্থাপনার এবং প্রকাশিত ফলাফলের লিঙ্কে বর্তমানে খুবই কম তথ্য রয়েছে।
- মৎস্য-সম্পর্কিত তথ্য কখনও কখনও বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, যার রেফারেন্স লিঙ্ক এমওএফএল বা ডিওএফ এর ওয়েবপৃষ্ঠাগুলিতে সংযুক্ত নয়। উদাহরণ স্বরূপ, মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস বাংলাদেশের ওয়েবসাইট জাহাজের রেজিস্ট্রি হোস্ট করে, কিন্তু মৎস্য বাণিজ্যের তথ্যের প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। যদিও ডিওএফ ওয়েবসাইটে মৎস্য-সম্পর্কিত সকল তথ্যের সম্ভাব্য অংশ প্রকাশ করা প্রত্যাশিত নয়, তবে অন্যান্য জাতীয় কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটের সহজ লিঙ্ক দেয়া থাকলে জনসাধারনের জন্য তথ্য সনাক্ত করার প্রক্রিয়াটি উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ ও ত্বরান্বিত করতে পারে।
- সরকারী কেন্দ্রীভূত পোর্টালে প্রকাশিত কিছু তথ্যর অ্যাক্সেসযোগ্য লিঙ্ক নেই। উদাহরণস্বরূপ, এই পোর্টালে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় আইইউইউ ২০১৯ প্রতিরোধের, নিবৃত্ত করার বা নিষ্কাশন করার জন্য কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে পরিকল্পনাটি পোর্টালে প্রকাশিত আছে, কিন্তু শুধুমাত্র জেনেরিক সার্চ ইঞ্জিনে (যেমন গুগলে) টাইপ করলে খুঁজে পাওয়া যায়।

১৫ বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন দেখুন।

১৬ সরকারের কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি, এই মূল্যায়নটি জাতীয় কর্তৃপক্ষের 'ল্যান্ডিং সাইট' (বা হোম পেজ) অ্যাক্সেস করা যায় এমন সরাসরি উল্লেখযোগ্য তথ্য খুঁজে পেয়েছে সাধারন গুগল সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে।

সামগ্রিকভাবে, বাংলাদেশে মৎস্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্যবহার করলেও এতে উল্লেখযোগ্য উন্নতির সুযোগ রয়েছে। মৎস্য খাতে তথ্যের অ্যাক্সেসের উন্নতিকে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান 'বাংলাদেশ টেকসই সাসটেইনেবল মেরিন অ্যান্ড কোস্টাল ফিশারিজ' প্রকল্প, বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি দ্বারা লক্ষ্য করা একটি নির্দিষ্ট কার্যকলাপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যদিও এই স্টক গ্রহণ মূল্যায়ণ এই উপসংহারে প্রকাশ করেছে যে বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য সম্পদের তথ্য প্রায়শই খুঁজে পাওয়া কঠিন, কিন্তু জাতীয় কর্তৃপক্ষ যে অন্যান্য বিভিন্ন উপায়ে তথ্য প্রচার করে তার বর্ণনা এই প্রতিবেদনে দেয়া আছে। ডিওএফ ব্যাপকভাবে মাছ ধরার সাথে নিযুক্ত জনসাধারণের মধ্যে সরকারী নীতির উপর সচেতনতামূলক প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে (যেমন ইলিশ মাছ ধরার ওপর মৌসুমী নিষেধাজ্ঞা)। এইসকল অভিযানের মধ্যে রয়েছে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ বা মাছ সপ্তাহ, যা ২০১৯ সালে প্রথম চালু করা হয়েছিল। এই জাতীয় ইভেন্টগুলির সাথে টিভি টক শো এবং ট্রেলার, পোস্টার/লিফলেট বিতরণ, সড়ক ও নৌকা রেলি , গনসচেতনতা সভা, কর্মশালা এবং সেমিনার করা হয়ে থাকে। ডিওএফ তার বার্ষিক প্রতিবেদনে এই প্রচারাভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে থাকে। এই ধরনের সংবেদনশীল প্রচেষ্টা একটি দেশে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ যেখানে অনেক জেলেকে নিরক্ষর হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং সেইজন্য ইলেকট্রনিকভাবে প্রকাশিত সরকারি সামগ্রী ব্যবহার করার সম্ভাবনা কম।

'ভাল স্বচ্ছতার অনুশীলন'

GTP

উল্লেখযোগ্যভাবে, বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ দেশের মৎস্য খাতের কিছু তথ্য এমনভাবে প্রকাশ করে যেগুলোকে ফিটিআই 'ভালো স্বচ্ছতার অনুশীলন' হিসেবে বিবেচনা করে।

সাধারণত, টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতাকে সম্পূর্ণ, সময়োপযোগী এবং সহজে খুঁজে পাওয়া প্রকাশিত তথ্য প্রকাশ করাকে সংকীর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যাইহোক, এমনভাবে তথ্য প্রকাশ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ যা অ-বিশেষজ্ঞদের বুঝতে এবং তা থেকে সিদ্ধান্তে আসতে দেয়। এর উপর বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ইতিবাচক উদাহরণ রয়েছে:

হাইলাইট:

- বাংলাদেশের মানচিত্রে মাছ চাষের জন্য একটি অনলাইন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এর একটি ডাটাবেস যার মধ্যে নিবন্ধিত জেলেদের ও সমগ্র মাছ ধরার ডেটা প্রদর্শিত আছে।[১৫]
- মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মৎস্য খাতের অনেক বিষয়ে বিস্তারিত এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে, যেমন কৌশলগত উদ্দেশ্য, মৎস্য নীতি, আর্থিক তথ্য, বর্তমান প্রকল্প, পাশাপাশি অ্যাডভোকেসির প্রচারাভিযান।

অবশেষে, এই মূল্যায়ন দেখায় যে বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র কিছু সীমিত বৈশিষ্ট্য পেশ করে যাতে প্রকাশিত তথ্য অবাধে ব্যবহার করা যায় (অনুসন্ধান/সার্চ এবং ফিল্টার ফাংশনের মাধ্যমে), যাতে যে কেউ প্রয়োজনে এই তথ্য পুনরায় ব্যবহার এবং বিতরণ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মার্কেন্টাইল মেরিন অফিস (এমএমও) দ্বারা প্রকাশিত জাহাজের রেজিস্ট্রি শুধুমাত্র তার ওয়েবসাইটে মাছ ধরার জাহাজের তালিকা প্রকাশ করে, কিন্তু তা ডাউনলোড, ফিল্টারিং বা অনুসন্ধানের কোনো উপায় নেই।

একইভাবে, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) যা ডিওএফ ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে, তা বর্তমানে শুধুমাত্র অনুসন্ধান বা ফিল্টার করার বৈশিষ্ট্য ছাড়া তথ্য ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে।

তদুপরি, বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মৎস্য-সম্পর্কিত ডেটা উন্মুক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত লাইসেন্সের অধীনে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নির্দেশ করে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, যেমন সৃষ্টিশীল জনগণের দ্বারা তৈরি করা প্রতিবেদন সমূহ।[১৬]

এটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বেশিরভাগ মৎস্য ব্যবস্থাপনার তথ্য বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পাওয়া যায়।

১৭ র্তমানে, এই ওয়েবসাইটের তথ্যগুলি অসম্পূর্ণ বলে মনে হচ্ছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইটটি এখনও নির্মাণাধীন। অধিকন্তু, এই পোর্টালটির জন্য একটি ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড প্রয়োজন, যদিও উভয়ই ল্যান্ডিং সাইটে উপস্থাপিত হয়েছে, তাই এটি বর্তমানে যে কারও অ্যাক্সেসের জন্য উন্মুক্ত। আশা করা যায়, একবার সম্পূর্ণ হলে, এই পোর্টালটি সর্বসাধারণের অ্যাক্সেসের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১৮ লাইসেন্সগুলিকে প্রকাশ করা উচিত এবং উন্মুক্ত ডেটার সাথে লিঙ্ক করা উচিত যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই ডেটা অ্যাক্সেস এবং পুনঃব্যবহারের শর্তগুলি খুঁজে পেতে এবং বুঝতে পারে। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন: https://opendatacommons.org/licenses/

বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষের জন্য সুপারিশ

বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই দেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের কিছু তথ্য অনলাইনে সরবরাহ করে আসছে। তা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের মৎস্য চাষে স্বচ্ছতা জোরদার করার আরও বিভিন্ন উপায় রয়েছে:

১ বর্তমানে অপ্রকাশিত তথ্য জনগণের জন্য সহজলভ্যভাবে প্রকাশ করা

মৎস্য ব্যবস্থাপনার বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সরকারি তথ্যর বর্তমানে অনলাইনে অভাব রয়েছে বা পাওয়া যায় না। এই ধরনের তথ্য প্রকাশ করলে জনগনের জাতীয় মৎস্য কর্তৃপক্ষের উপর স্বচ্ছতা ও আস্থার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। যেমন:

- সামুদ্রিক মাছের জনসংখ্যা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা (যেমন স্টক মূল্যায়ন);
- মাছ ধরার লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারের রাজস্ব;
- মৎস্য খাতে শ্রম মান প্রয়োগের তথ্য;
- টুনা সহ পরিযায়ী মাছের প্রজাতিকে লক্ষ্য করে শিল্প মৎস্য খাতের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ভর্তুকি এবং সরকারী সহায়তা সম্পর্কিত তথ্য;
- এফএও এবং বিশ্বব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক অংশীদারদের দ্বারা অর্থায়নকৃত প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং ফলাফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

একইভাবে, মৎস্য ব্যবস্থাপনার কিছু ক্ষেত্র বাংলাদেশের মৎস্য খাতের জন্য প্রাসঙ্গিক নয় কিনা তা স্পষ্টভাবে বলা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজগুলি বাংলাদেশের জাতীয় জলসীমায় মাছ ধরার জন্য প্রবেশাধিকার বা কোন চুক্তি অনুমোদিত কিনা, অথবা উচ্চ পরিযায়ী মাছের প্রজাতি ধরার জন্য অনুমোদিত কিনা সে বিষয়ে বর্তমানে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই।

২ চলমান প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে হবে

বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি কার্যক্রমের উল্লেখ অনলাইনে পাওয়া গেছে, তবে এই ধরনের কার্যক্রম এখনও চলমান কিনা, সম্পন্ন হয়েছে বা বাতিল করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

এটি বিশেষ করে নতুন নীতি নথির বিকাশের সাথে সম্পর্কিত, যেমন হাঙ্গরদের জন্য একটি জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা। প্রগতিশীল প্রতিবেদনের মাধ্যমে এই ধরনের কার্যক্রমের অবস্থার স্পষ্টভাবে বিশদ বিবরণ একটি টেকসই সামুদ্রিক মৎস্য খাত নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টার জবাবদিহিতা এবং কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৩ তথ্যর মধ্যে ফাঁকের বিষয়টিকে সম্বোধন করতে হবে

যদিও বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ মৎস্য সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে, তবে এই সেক্টরের মধ্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সরকারী তথ্য উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত, সম্ভবত তথ্য সংগ্রহের জন্য অপর্যাপ্ত গবেষণা বা সংস্থান বরাদ্দের কারণে। নিম্নক্ত ক্ষেত্রগুলিতে তথ্যের ফাঁক রয়েছে যেমন:

- জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তায় কারিগরি মৎস্য চাষের অবদান সহ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদান;
- বিভিন্ন মৎস্য খাত থেকে বাতিল ও ফেলে দেয়া ব্যবহারযোগ্য সম্পদ;
- বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতে সুবিধাজনক মালিকানার স্বচ্ছতা বজায় রাখার নিয়ম ও পদ্ধতি।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (এমওএফএল) এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্যান্য সরকারি সংস্থা, দাতা এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে অংশীদারিত্ব করতে উৎসাহ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় শ্রম সমীক্ষায় মৎস্য সম্পদকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে এমওএফএল পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে অংশীদারিত্ব করতে পারে।

৪ কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালে যাতে সহজেই তথ্য পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে

কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালটি দেশব্যাপী স্বচ্ছতা জোরদার করার জন্য একটি ইতিবাচক প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে। তবে, বর্তমানে যেভাবে সরকারী তথ্য সংগঠিত এবং উপস্থাপন করা হচ্ছে তা খুঁজে পাওয়া কঠিন করে তোলে।

সামগ্রিকভাবে নিম্নক্ত ভাবে এর উন্নয়ন করা যেতে পারে:

- একটি মেনু সিস্টেমের মাধ্যমে মূল তথ্যের জন্য বিভিন্ন বিভাগ সহ মৎস্য সংক্রান্ত তথ্যের জন্য একটি প্রধান ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করা;[১৯]
- বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তথ্যের নকল এড়ানো (যেমন এমওএফএল এবংডিওএফF);
- অন্যান্য জাতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে থাকা মৎস্য-সম্পর্কিত তথ্যের স্পষ্ট লিঙ্ক প্রদান করা, যেমন বাংলাদেশের মার্কেন্টাইল মেরিন অফিসের জাহাজ রেজিস্ট্রি;
- নথি সংগ্রহের পর্যালোচনা এবং আপডেট করা, যেমন আইন, নীতি এবং মৎস্য প্রকল্প;
- অসম্পূর্ণ হাইপারলিঙ্ক ঠিক করা।

১৯ ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডের ১২টি বিষয়গত ক্ষেত্রগুলি একটি উচ্চ-স্তরের মেনুর কাঠামো হিসাবে কাজ করতে

৫ জনসাধারণযুক্ত বিতর্ককে উদ্দীপনাময় করার জন্য তথ্যর সহজ বোধগম্যতাকে শক্তিশালী করতে হবে

মৎস্য সংক্রান্ত তথ্য একাধিক উদ্দেশ্যে পরিবেশন করা আবশ্যক। যেমন অত্যন্ত বিস্তারিত, ক্ষুদ্র ডেটা সেট (যেমন পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ) থেকে উচ্চ-স্তরের সমষ্টিগত তথ্যের ভিজ্যুয়ালাইজেশন পর্যন্ত (যেমন বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের মজুদের স্বাস্থ্যের একটি সাধারণ ওভারভিউ পাওয়ার জন্য)। বর্তমানে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রায়ই দীর্ঘ এবং প্রযুক্তিগত প্রতিবেদনের ভিতরে প্রধানত মৎস্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। সমষ্টিগত, সকল স্তরের জনগনকে সহজে বোঝাতে তথ্যের সাথে এই ধরনের প্রতিবেদনের পরিপূরক দেশের মৎস্য খাতের জনসাধারণের বোধগম্যতা এবং উপলব্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

ব্যবহারিক শর্তে, এটি এভাবে অর্জন করা যেতে পারে:

- মেয়াদ ব্যবস্থাপনার বর্ণনার একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করে;
- সংক্ষিপ্তকারে তথ্য প্রকাশ করে যা মৎস্য খাতে প্রযোজ্য শ্রম মানগুলির মতো মৎস্যসম্পদ এবং অগ্রাধিকার বিষয়গুলির সম্প্রদায়ের সহ-ব্যবস্থাপনার বিকাশের গুরুতর বর্ণনা প্রদান করবে;
- একটি বার্ষিক প্রতিবেদনের নিয়মিত প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়া, যা সামুদ্রিক মৎস্য চাষের সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিকগুলিকে অন্তর্গত করে (যেমন ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে);
- ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা, যেমন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের অংশ হিসাবে।

অন্যান্য বিষয়ের সাথে পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের মধ্যে স্বচ্ছতা জোরদার করা, এবং এই সুপারিশগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া স্টেকহোল্ডারদের সাথে চলমান আলোচনার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত, যেমন জেলে, ফিশিং কোম্পানি, সুশীল সমাজ এবং একাডেমিয়া হিসেবে (যেমন নতুন নাগরিকের অংশগ্রহনের অংশ হিসেবে ফোরাম) । এটি জাতীয় অগ্রাধিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ফাঁক সনাক্ত করতে আরও সাহায্য করতে পারে, যা এই মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়নি (যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বা মিথস্ক্রিয়া, মৎস্য ও অন্যান্য খাতের মধ্যে নীল অর্থনীতি) ।

স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাসের

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাত কীভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে সে সম্পর্কে তথ্যে জনসাধারণের অ্যাক্সেস সুশাসনের জন্য মৌলিক। এই স্টক গ্রহন মূল্যায়ন বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষের জন্য সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উচ্চ স্তরের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং বজায় রাখার জন্য একটি সঠিক সূচনা বিন্দু প্রদান করে। তবে এটি পুরো গল্পটি বলে না: মূল চ্যালেঞ্জগুলি এখনও বিদ্যমান যা একজনের পক্ষে সমাধান করা অসম্ভব। এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে রয়েছে, যে তথ্যগুলি অনলাইনে প্রকাশিত হয় না তা আসলেই বিদ্যমান কিনা, বা যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয় কিনা তা নির্ধারণ করা। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য একটি ব্যাপক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতির প্রয়োজন।

তাই, সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি একত্রিত করতে এবং স্বচ্ছতা ও বিশ্বাস বাড়াতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (ফিটিআই) স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণের এমন একটি অনন্য সমন্বয় প্রদান করে। ফিটিআই জাতীয় সরকার, ব্যবসাইয়িক এবং সংগঠিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বহু-স্টেকহোল্ডার গ্রুপের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলিতে প্রয়োগ করা হয়। এই দলগুলি সম্মিলিতভাবে কাজ করে:

- ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে পাবলিক ডোমেনে তথ্য মূল্যায়ন করতে হবে
- তথ্যগত ফাঁক বন্ধের জন্য কি অগ্রাধিকার দেওয়া যায় সে বিষয়ে ধারনা ও পরামর্শ দিতে হবে; এবং
- তথ্যে উন্মুক্ততা এবং জনসাধারণের অ্যাক্সেসের মাত্রা আরও বাড়াতে কীভাবে জাতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত তথ্যকে শক্তিশালী করা যায় সে সম্পর্কে ধারনা ও পরামর্শ দিতে হবে।

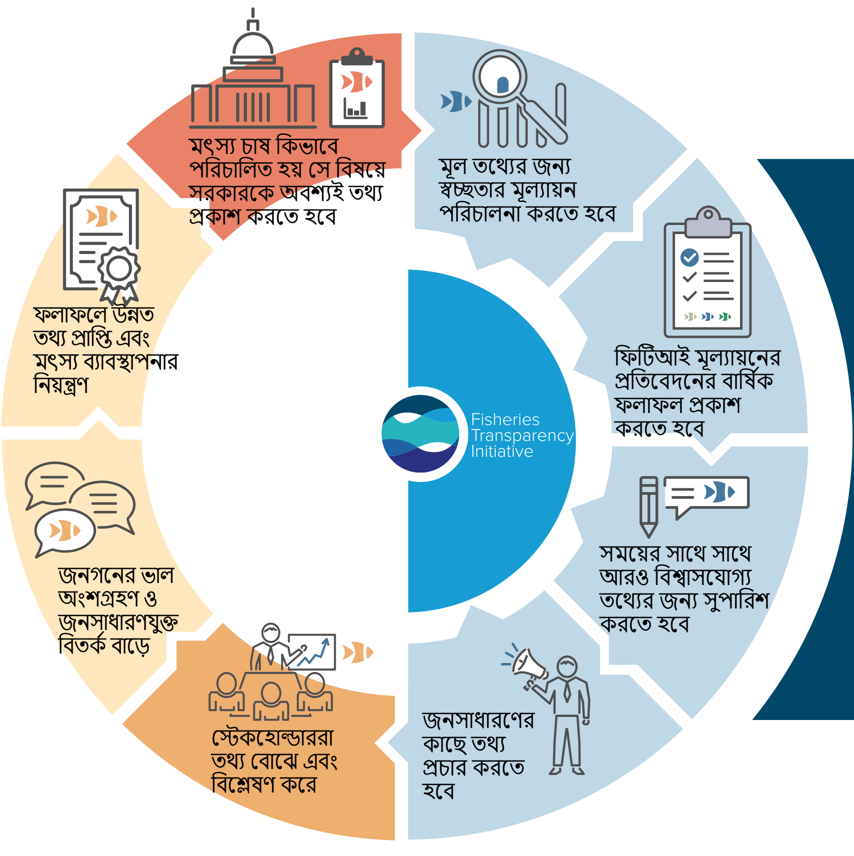

সে সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের কাছে ফিটিআই -তে জড়িত থাকা আকর্ষণ ও আবেদন করে যারা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিশাল মূল্যের অর্থ বুঝে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য, কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনীতির মূল্য, বা মাছ ধরার সাংস্কৃতিক গুরুত্বের ক্ষেত্র গুলোকে প্রশংসা করে ও মূল্যায়ন করে।

#JoinFiTI

পরিশিষ্ট: মূল্যায়ন পদ্ধতি

এই স্টক গ্রহণ মূল্যায়ন ফিটিআই স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা সংজ্ঞায়িত সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার ১২টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্র জুড়ে[১৮] বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রকাশের অনুশীলনের মূল্যায়ন করে।

মূল্যায়নের সময় অস্পষ্টতা এড়ানোর জন্য, এই ১২টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলিকে আরও ৩৮টি স্বচ্ছতা উপাদানে বিভক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা #১ 'মৎস্য আইন, প্রবিধান এবং অফিসিয়াল পলিসি ডকুমেন্টস' তিনটি স্বচ্ছতা উপাদানে বিভক্ত।

এই মূল্যায়নটি সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের জাতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং অনলাইন প্রকাশনার মাধ্যমে প্রদান করা তথ্যের[২১] প্রাপ্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই মূল্যায়নের পরিধির মধ্যে, বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য খাতের তথ্য জাতীয় কর্তৃপক্ষ অনলাইনে প্রকাশ করেছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে তিনটি ভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়েছে:[২২]

- কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালের মাধ্যমে (www.bangladesh.gov.bd);
- সরাসরি জাতীয় কর্তৃপক্ষের 'ল্যান্ডিং সাইট' (বা হোম পেজ) অ্যাক্সেস করে (যেমন মৎস্য বিভাগ);[২১]
- সাধারন সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে, যেমন গুগল।

প্রাথমিক ইনপুট বা জাতীয় কর্তৃপক্ষের অবদানের উপর নির্ভর না করে মূল্যায়নটি একটি ডেস্কটপ অধ্যয়ন হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল।

এই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশের জন্য প্রথম, এটি শুধুমাত্র সরকার তার সামুদ্রিক মৎস্য খাতের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সম্পর্কে কী প্রকাশ করে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চায় না, বরং এটি বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে তথ্যের একটি সঠিক ভিত্তি প্রদান করতে চায়।

এই মূল্যায়নটি প্রতিটি স্বচ্ছতা উপাদানের পিছনে প্রকৃত অন্তর্নিহিত তথ্য ক্যাপচার এবং প্রদর্শন করার চেষ্টা করে না (যেমন জাহাজের সংখ্যা), বা এটি জাতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনলাইনে প্রকাশ করা তথ্য সম্পূর্ণ বা সঠিক কিনা তার একটি স্বাধীন যাচাইকরণ করে না। তা সত্ত্বেও, যদি অবিশ্বস্ত বা বিপরীত তথ্যের বাধ্যতামূলক প্রমাণ পাওয়া যায়, তার বিশদ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল্যায়নটি পাঁচ মাস (জুলাই – নভেম্বর ২০২১) সময়কালে পরিচালিত হয়েছিল। প্রক্রিয়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২৪শে জুন ২০২১ তারিখে চালু হয়েছিল, তখন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়কে আসন্ন মূল্যায়ন এর মূল পরামিতি এবং সুবিধাগুলি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

আট সপ্তাহের সময়কাল ধরে মূল্যায়নের প্রাথমিক গবেষণা পর্বের ফলাফলের উপর মতামত দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের কোন মন্তব্য সময়সীমার আগে পাওয়া যায়নি। তাই সরকারি মতামত ও পরামর্শ ছাড়াই প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়েছে।

সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি ফিটিআই-এর তত্ত্বাবধানে এবং দায়িত্বে আন্তর্জাতিক সচিবালয়, গবেষক এবং পর্যালোচকদের উল্লেখযোগ্য মতামত ও পরামর্শ সহ পরিচালিত হয়েছিল।

২০ অভ্যন্তরীণ মৎস্য ও জলজ চাষ সম্পর্কিত তথ্য এই মূল্যায়নের অংশ নয়।

২১ দয়া করে মনে রাখবেন যে এই গবেষণার প্রেক্ষাপটে, 'ডেটা' এবং 'তথ্য' শব্দগুলি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা স্বীকৃত যে ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকাকালীন, তারা অর্থ এবং ব্যবহারে পার্থক্য করে (উদাহরণস্বরূপ, ডেটা হল কাঁচা সত্য, যা তথ্য অর্জনের জন্য প্রক্রিয়া করা উচিত)। যাইহোক, এই পার্থক্য এই মূল্যায়নের জন্য প্রধান প্রাসঙ্গিক নয়।

২২ তথ্য শুধুমাত্র অনলাইনে উপলব্ধ বলে বিবেচিত হয় যদি এটি সক্রিয়ভাবে একটি সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয় এবং অ্যাক্সেসের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই পাওয়া যায় (যেমন অনলাইনে নিবন্ধন করার প্রয়োজন, ইমেলের মাধ্যমে একজন সরকারি কর্মচারীর কাছ থেকে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা বা কোন ফি প্রদান করা ছাড়া) ।

২৩ কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টালের মধ্যে খচিত করা, অথবা 'স্বতন্ত্র' ওয়েবসাইট হিসাবে।

এই স্টক গ্রহনের মূল্যায়নের অংশ হিসাবে, বেশ কিছু স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য চাষের জন্য প্রযোজ্য নয় বলে বিবেচনা করা হয়, যেমন:

⊖	উপকূলীয় অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহ হিসেবে মাছ ধরা	বাংলাদেশের মৎস্য আইনে বাণিজ্যিক ও কারিগরি ভাবে মাছ ধরা এবং জীবিকা নির্বাহের মাছ ধরার (অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য মাছ ধরা) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদিও এটি স্বীকৃত যে বাংলাদেশের লোকেরা সামুদ্রিক এবং উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য মাছ ধরার সাথে জড়িত, যার মধ্যে রয়েছে জলযান থেকে মাছ ধরা, উপকূল থেকে মাছ ধরা বা মাছ কুড়ানো (মাছ ও খোলসযুক্ত মাছ সংগ্রহ), এইগুলি নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধ করার জন্য কোনও সুস্পষ্ট কার্যক্রম বা নিয়ম রয়েছে বলে মনে হয় না।
⊖	বিনোদনমূলক বা ক্রীড়া মাছ ধরা	বাংলাদেশের মৎস্য সংক্রান্ত আইন বিনোদনমূলক বা ক্রীড়া মাছ ধরাকে স্বীকৃতি দেয় না। ইন্ডিয়ান ওশেন টুনা কমিশনের (আইওটিসি) প্রতিবেদনে দেশে এই ধরনের মাছ ধরার অস্তিত্ব নেই বলে সরকার এ তথ্য জানিয়েছে। যার ফলে, বর্তমানে এই সেক্টর পরিচালনা এবং মৎস্য সম্পদের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোন আইনি কাঠামো নেই। তবে, পর্যটনের জন্য সামুদ্রিক মাছ ধরাকে ছোট ব্যবসা খাত বাজারজাত করছে এবং এই খাতটি আরও বিকাশে আগ্রহ দেখা দিয়েছে।
⊖	বিদেশী মাছ ধরার অধিগম্যতা চুক্তি	বাংলাদেশে অ্যাক্সেস চুক্তির অধীনে বিদেশি পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজ চলাচল করে এমন কোনো প্রমাণ নেই। একটি তবে বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজ মৎস্য বিভাগে মাছ ধরার লাইসেন্সের জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারবে। এছাড়াও, বাংলাদেশের পতাকাবাহী নৌযানের বাংলাদেশের জলসিমানার বাইরে অন্যান্য দেশের সাথে বিদেশী জলসিমায় মাছ ধরার অনুমতির কোন চুক্তি প্রমান নেই।
⊖	বাংলাদেশের জল সিমানার বাইরে কার্যক্রম	যেহেতু বাংলাদেশের পতাকাবাহী মাছ ধরার জাহাজ দেশের এখতিয়ারের জলসীমার বাইরে চলাচল করে এমন কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেহেতু, বাংলাদেশের বাইরে মাছ ধরার, ট্রান্সশিপমেন্ট এবং বিদেশী বন্দরে অবতরণের তথ্য প্রযোজ্য নয়।

Fisheries Transparency Initiative

TAKING STOCK

বাংলাদেশের মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা তথ্যের অনলাইন স্বচ্ছতার

২০২১

মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফিশারিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (এফটিআই)
হাইওয়ে কমপ্লেক্স বিল্ডিং, প্রভিডেন্স
মাহে, সেশেলস

ইমেইল: info@fiti.global
ইন্টারনেট: www.fiti.global
টুইটার: @FisheriesTI
ফেসবুক: Fisheries Transparency Initiative